মুসলিম ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

১০, শ্যামাচরণ রায় রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

স্থাপিত - ১৯৩১

Phone : 09-61330, Mobile : 01309-201762

E-mail : musliminstitutemyn@yahoo.com, www.musliminstitute.zoomsfare.com

সূত্র নং -

তারিখ -

আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে আগামী ৩১/০৭/২০২৫ এর মধ্যে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট নাম জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম

জুলাই গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ০৪ আগষ্ট, ২০২৫খ্রি. রোজ সোমবার মুসলিম ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহে জুলাই গ্রাফিতি অংকন, আবৃত্তি ও রচনা (জুলাই কেন্দ্রিক) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগী প্রেরণের বিনীত অনুরোধ রইলো।

প্রতিযোগিতার বিষয়, সময়সূচি ও নিয়মাবলি :

জুলাই গ্রাফিতি অংকন প্রতিযোগিতা:

গ্রুপ	শ্রেণি	বিষয়	সময়
ক- গ্রুপ	১ম - ৫ম শ্রেণি	জুলাই বিপ্লব	০৪ আগষ্ট, ২০২৫খ্রি. সকাল- ১০:০০টা
খ- গ্রুপ	৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণি	জুলাই বিপ্লবের বিজয় উদ্‌যাপন	

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা:

গ্রুপ	শ্রেণি	বিষয়	সময়
ক- গ্রুপ	নার্সারী - ২য় শ্রেণি	সিঁথি (কবি- হাসান রোবায়েত)	০৪ আগষ্ট, ২০২৫খ্রি. সকাল- ১১:০০টা
খ- গ্রুপ	৩য় - ৫ম শ্রেণি	উত্তরসুরি (কবি- শাহিদ উল ইসলাম)	
গ- গ্রুপ	৬ষ্ঠ শ্রেণি - ১০ম শ্রেণি	স্মৃতিতে জুলাই (কবি- সৈয়দা মবিনা ফেরদৌসী মিম)	
ঘ- গ্রুপ	একাদশ শ্রেণি ও তদূর্ধ্ব	জুলাই বিপ্লব (কবি- জাহাঙ্গীর ফিরোজ)	

রচনা (জুলাই কেন্দ্রিক) প্রতিযোগিতা:

গ্রুপ	শ্রেণি	বিষয়	রচনা জমাদানের সময়
ক- গ্রুপ	৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণি	"৩৬ জুলাই তারুণ্যের উচ্ছাস ও বিশ্বায়নের প্রভাব"	০৩ আগষ্ট, ২০২৫খ্রি. বিকাল- ৫:০০টা
খ- গ্রুপ	একাদশ শ্রেণি ও তদূর্ধ্ব	"৩৬ জুলাই দেশ গঠনে আগামীর প্রত্যয়"	

শর্তাবলি :

১. প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিযোগীর নাম, শ্রেণি, রোল, শাখা, পিতা-মাতার নাম ও মোবাইল নম্বর ০৩/০৮/২০২৫ইং তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।

২. নির্ধারিত কবিতার ফটোকপি ইনস্টিটিউটে পাওয়া যাবে।

৩. গ্রাফিতি অংকনের কাগজ সরবরাহ করা হবে।

৪. প্রবন্ধ সর্বোচ্চ ২,০০০ শব্দ। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৩/০৮/২০২৫ইং তারিখ, বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

৫. প্রতি গ্রুপে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে অনধিক ৫জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৬. ০৬/০৮/২০২৫ বিকাল ৩:০০ টায় পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হবে।

৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য মুসলিম ইনস্টিটিউটের অফিসে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হলো। মোবাইল : ০১৩০৯২০১৭৬২

৭/৭/২০২৫

প্রফেসর মো. কামরুল হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

মুসলিম ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির যে কোন প্রয়োজনে/অভিযোগ/পরামর্শের জন্য ফোন দেয়ার অনুরোধ করা হলো।

সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রভাতি) ঃ ০১৮২২-২৭৩৭২১

সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা) ঃ ০১৫৫৭-২৬১১৬১

"গ-গ্রুপ"

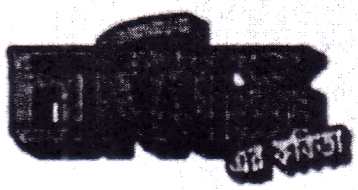

স্মৃতিতে জুলাই

সৈয়দা সবিনা ফেরদৌসী মিম

আমি বায়ান্ন দেখিনি,
তবে চব্বিশের জুলাই দেখেছি।
জুলাই বিপ্লব আমাকে আলোড়িত করে,
রক্তে জাগায় শিহরণ।
যতবার আমি শহীদদের কথা মনে করি,
নিজেকে মনে হয় জুলাই বিপ্লবের সৈনিক।
ওরা ঝরে পড়েছিল বুলেটের প্রতি পদক্ষেপে,
প্রতিটি শহীদ যেন বাগানের তাজা গোলাপের মতো।
অনন্তের ঘুম যেন তাদের দুই চোখ জুড়ে,
ঠোঁটগুলোতে জমে আছে অনুচ্চরিত শব্দের শিহরণ।
ওরা মরণকে গ্রহণ করে বলে গিয়েছে,
শত দাবি, অধিকার আর স্বাধীনতা।
আমাদের পথ দেখিয়ে তাঁরা বেঁচে আছে,
সবার মনে এক অপূর্ব জায়গা নিয়ে।

শিল্প

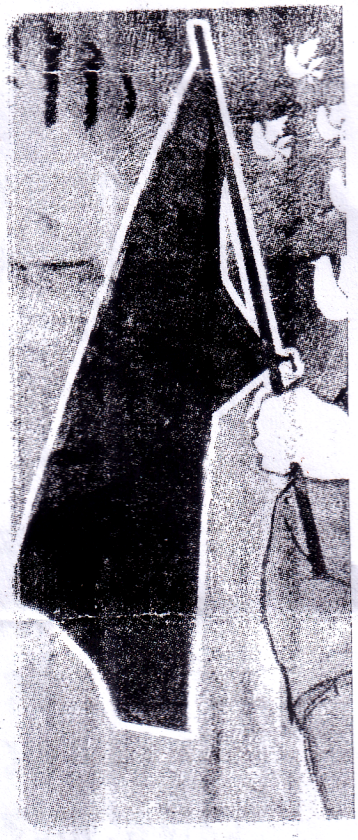

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

জুলাই বিপ্লব

জুলাই বিপ্লবের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো
মায়াজাল ছিঁড়ে বদ্বীপ জেগেছে আবার;
নৃমুণ্ডমালিনী পালিয়েছে অহীশ্বর গৃহে
ডাকিনী বর্ণিনী চেলাচামুণ্ডারা দিশেহারা
ওদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস চারিদিকে;

দেখ, বিষধর কাকোদর ছোবলে উদ্যত!
গোপালিরা বর্গির বেশে ফিরছে আবার।

ভয় নেই বন্ধুরা ভয় নেই
আবু সাঈদের অমিয় সাহস
তুষার অনল হয়ে সহযোদ্ধার বুকে এখনো রয়েছে
অষ্টনাগের পাশ ওরা ছিন্নভিন্ন করে দিবে
প্রয়োজনে পুনরায় তরবারি কোষমুক্ত হবে।

জ্বালো জ্বালো জুলাই বিপ্লবের আলো ঘরে ঘরে।

মাহমুদ কামাল

সময় এখন

সময়ের মাঝে প্রবেশ করেছি বলে
সময় এখন সাথে নিয়ে পথ চলে
জীবনানন্দ একা চলেছেন পথে
নির্জনতায় ফুটেছে কথার ঢেউ
তেজোদীপ্ত কথার স্ফুরণে ছবি
হেসে ওঠে যেন মোনালিসা মোনালিসা
সময়ের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে
নতুন পথের পথচারী হয়ে একা
নিজেকে চিনেছি হুল্লোড় পিছে রেখে
মানুষের ভিড়ে অযথাই মিশে গিয়ে
সময়ের কাছে পরাজিত হই বলে
এবার আমি প্রবেশ করেছি দেখে
সময় আমাকে সাথে নিয়ে পথ চলে
অভিষেক ঘটে প্রথা ভেঙে নতুনের

জসিম বাসায় নেই?
জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকে পড়ে মাসু
তাকে পেছন থেকে পুলিশ তাড়া করছে। জ
চেয়ারে দরজার পাশে বসা। ঘরে ছায়া অন্ধকার
ঘরের লাইট জ্বালানো হয়নি। মাসুদের মা উঠে
ঝলমল করতে লাগল।
'জসিম আজ তিন দিন বাসায় ফেরেনি। তো
হইছে?' জসিমের মা দেলোয়ারা বেগম জিজ্ঞেস
'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি খালাম্মা, তবে মো
'তোমরা কী যে আন্দোলন শুরু করেছ, সব
টিভিতে দেখলাম, পুলিশ, বিজিবি যেভাবে ছাত্র
করতে পারেন না দেলোয়ারা বেগম।
মাসুদ দ্রুত দেলোয়ারা বেগমের কানের কাছে
'পুলিশ আমাকে তাড়া করছে। এ বাসায় খুঁজতে
পেছনের দরজার পাশে লুকিয়ে থাকব। পুলিশ
না, এদিকে কেউ আসেনি। প্লিজ খালাম্মা, আমা
মিথ্যাটা আপনাকে বলতেই হবে।'
বলতে বলতে পুলিশ এসে পড়ে। দরজায় ক
দেলোয়ারা বেগম ভয় লাগা কণ্ঠে ভেতর থেকে
'আমরা পুলিশ!'
ঝটপট দরজা খুলে দেন দেলোয়ারা বেগম।
'এদিকে কেউ এসেছে? ইয়াং ছেলেদের কেউ
দেলোয়ারা বেগম বিরস মুখে জবাব দেয়, 'ক
দেখিনি।'
পুলিশের তবু সন্দেহ হয়। ড্রয়িংরুমে ঢুকে উঁ
নাহ, কোনো আলামত শনাক্ত করতে পারে
বুকটা দুরুদুরু করতে থাকে।